12 4 JUL 2009
2 4 JUL 2009
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম [illegible]

সংবাদ

প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে নিরাপত্তা শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করার দাবি বিশিষ্টজনদের

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে নিরাপত্তা শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানিয়েছেন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা। রাজধানীর বিয়াম মিলনায়তনে গতকাল সেভ দ্য চিলড্রেন সুইডেন-ডেনমার্ক (এসসিএসডি) আয়োজিত এক আলোচনায় এ দাবি জানানো হয়। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন। অন্যদের মধ্যে উন্নয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমেদ, শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, ঢাকা শিশু হাসপাতালের চাইল্ড হেলথ ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ডা. নায়লা জামান, আইনজীবী ও মানবাধিকার কর্মী এডভোকেট সালামা আলী, এসসিএসডির কান্ট্রি ডিরেক্টর নেইলস বেনটজেন প্রমুখ বক্তৃতা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শামীম এফ করিম আলোচনার মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন। এসসিএসডির ডেপুটি কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ শামসুল আলম বকুল অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন।

আলোচনা সভায় বক্তারা দেশের বিরাজমান শিক্ষার পরিবেশ ব্যাখ্যা করে এ বিষয়টি শিক্ষানীতিতে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান। একই সঙ্গে এ কাজটির জন্য সরকারের পাশাপাশি সব মহলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তারা।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে যুগোপযোগী শিক্ষানীতি

প্রস্তাবিত : পৃ: ২ ক: ৩

প্রস্তাবিত : শিক্ষানীতি

(১২ পৃষ্ঠার পর)

প্রণয়ন করতে সরকার বদ্ধপরিকর। যথাযোগ্য পাঠদান নিশ্চিত করতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। প্রায় ২ লাখ শিক্ষককে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ইতোমধ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণের কাজ শুরু হয়ে গেছে বলে জানান তিনি।

তিনি বলেন, শিক্ষাকে বাস্তবমুখী করতে হবে। এখানে সরকারের ভূমিকাই যথেষ্ট নয়। বিষয়টিকে এগিয়ে নিতে সব মহলের সর্বাত্মক সহযোগিতা দরকার। পাশাপাশি এ আন্দোলন এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে জনগণকেও সচেতন করার আহ্বান জানান তিনি।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান জানান, শিক্ষায় নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখার বিষয়টি প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে এসেছে। তিনি বলেন, এ নীতিতে দেশের বাস্তবতার আলোকে পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হবে। আগামী ২৬ জুলাইয়ের মধ্যে প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির খসড়া হয়ে যাবে। এরপর বিভিন্ন মহলের সঙ্গে আলোচনা করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেন, সমাজে সবার মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে। তা না হলে কোন কাজেই সফলতা আসবে না। কর্তৃত্বপরায়ণ মনোভাব ও গোপনীয়তার সংস্কৃতি পরিহার করে নতুন কৌশল অবলম্বন করে শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।